

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ সুমাইয়া

রোলঃ ২১৫০০১৩৬৯

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ সুমাইয়া

রোলঃ ২১৫০০১৩৬৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “কুরআন ও বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানিজ সুমাইয়া, আইডিঃ ২১৫০০১৩৬৯ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

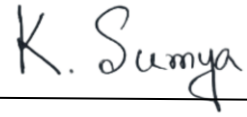
ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআন ও বিজ্ঞানের আধুনিক মতবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



তারিখঃ

(স্বাক্ষর)

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

কানিজ সুমাইয়া

আইডিঃ ২১৫০০১৩৬৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.সূচনা	৫
২.পোশাকের নিয়মাবলী	৬
৩.মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	১০
৪.মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য	১৩
৫.উপসংহার	১৪
৬.রেফারেন্স	১৫

সূচনা

ইসলামী সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে উৎসাহিত করেছে বা বাধা দিয়েছে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কার ও কুরআন পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আগের ধারণাকৃত বহু বিষয় গত বিশ বৎসরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুরআন বাহ্যিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আভ্যন্তরীণের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য রয়েছে আসলে মানুষের কাজের প্রকৃতিতে, তা তারা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাধু অথবা সূফী যাই হোক না কেন। এটা ঐশী ওহীর জন্য সত্য হতে পারে না, যেমন কুরআন বলছে, “তারা কি সতর্কতার সাথে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, যদি এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে হতো, তারা এতে বহু অসামঞ্জস্য খুঁজে পেতো। ” কুরআনের বাণীসমূহ যে শুধুমাত্র স্ববিরোধিতা থেকেই মুক্ত তা নয়, বাইবেলের মত এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপের প্রমাণ নেই। কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে এবং বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর বক্তব্যসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চায়, তাহলে দেখতে পাবে যে তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ও বাণী সেখানে রয়েছে। এই রচনায় এমনই কিছু বিজ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় এবং আধুনিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেগুলো কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে সহীহ এবং ফলপ্রসূ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ এই আধ্যাত্মিক ধর্মগ্রন্থটি ইসলামের কেন্দ্রীয় ধর্ম পাঠ্য এবং মানবজাতির জন্য নির্দেশনার উৎস। কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ যেখানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের কিছু বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। পবিত্র বইটি থিওরি অফ রিলেটিভিটি, বিগ ব্যাং, থিওরি জেনেটিক্স, ফ্ল্যাক হোলস এবং আরো অনেক কিছুর ওপর তথ্য দেয়।

পোশাকের নিয়মাবলী

কথোপকথন ১:

অমুসলিমদের সালামের উত্তর দেয়া প্রসঙ্গে।

ফাহিমা: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ, আমিনা।

আমিনা: ওয়াআলাইকুমুসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ, ফাহিমা। কেমন আছেন আপনি?

ফাহিমা: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?

আমিনা: আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে সালাম বিনিময় করছি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এমনটা সুযোগ আছে। সেটা কি জানেন?

ফাহিমা: তাহলে অমুসলিমদের সালামের উত্তর কিভাবে দিতে হবে বা দেয়া যাবে কি?

আমিনা: সালাম অর্থ শান্তি। মুসলিমরা অমুসলিমদের সালামের উত্তর দিতে পারবে যেহেতু আমাদের সমাজেও একজন আরেকজনকে অভিবাদন জানানোর প্রচলন রয়েছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে আগে সালাম জানাতেন। সাহাবীগণ অনেকবার চেষ্টা করেছেন আগে সালাম দেওয়ার জন্য কিন্তু পারেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন তোমরা এর চেয়েও আরও ভালোভাবে সালামের উত্তর দাও। অথবা কমপক্ষে ওইভাবেই দাও। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন। - সূরা নিসা : ৮৬

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় কোনো অমুসলিমের অভিবাদনের উত্তর অনুরূপভাবে দেয়া যাবে।

ফাহিমা: কুরআনুল কারিমের আরও কোথাও এ বিষয়ে কিছু বলা আছে কি?

আমিনা: জি। এছাড়াও সূরা মারিয়ামের ৪৭ নম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

“ ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার প্রভুর দরবারে আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইবো। আমার প্রভু আমার উপর বড়ই মেহেরবান। “

অর্থাৎ কোনো অমুসলিমের সালামের উত্তরে বলতে হবে আলাইকুম। কেননা সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খন্ডে সালাম অধ্যায়ে আছে - ইহুদিরা যখন নবীজী (স) কে বলত আসসামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন। তখন নবীজী (স) উত্তরে বলতেন আলাইকুম অর্থাৎ আপনার সাথেও এটাই হোক।

ফাহিমা: সুতরাং এটাই প্রমানিত যে অমুসলিমদের সালামের উত্তর দেয়া যাবে।

কথোপকথন ২ - নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিভাবকদের ভূমিকা

আয়িশা: নারীরা যদি পর্দা করতে না চায় তাহলে অভিভাবকদের দ্বারা কোনোরূপ জোরজবরদস্তির সুযোগ আছে কি আর থাকলে কেন? কিংবা নারীদের পর্দার কঠোরতার ক্ষেত্রে তার মাহরামদের ভূমিকা কেমন?

ফাতিমা : এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত উত্তর আসবে কারন প্রথমেই বলবো পর্দা’ শব্দটি মূলত ফার্সী। যার আরবী প্রতিশব্দ ‘হিজাব’। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ- আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদন, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়। প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো কাছের মানুষদের মধ্যে ইসলাহ তথা সংশোধনের চেষ্টা চালানো।

আয়িশা: কুরআনুল কারিমে এ বিষয়ে কি সরাসরি কিছু বলা আছে?

ফাতিমা: অবশ্যই আছে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ’। (সূরা আহযাব: ৫৩)

এছাড়াও পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু’মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা আহযাব: ৫৯)

আয়িশা: অভিভাবকদের কিংবা নারীদের মাহরামদের নির্দেশ মানতেই হবে এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে?

ফাতিমা: এ বিষয়ে আমরা প্রথমে কুরআনের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহর হেফাযতে তারা হেফাযত করে। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, মহান।
সূরা নিসা :৩৪

আয়িশা: এ বিষয়ে তাহলে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে পর্দার বিধান মান্য করা যেমন ফরজ তেমনি নারীদের অভিভাবকগণ এই বিষয়ে কঠোর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

কথোপকথন ৩:

টুপি পরা ও দাঁড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা।

আদনান- টুপি পরা ও দাঁড়ি রাখা কোনোটাই তো ফরজ না। তবুও এত সংখ্যক মুসলিম এই দুটো কাজ কেন করে?

আবরার: ইসলামী লেবাসের মধ্যে একটি হল টুপি, যা শান্তির প্রতিচ্ছবি বা মুসলমানের নির্দশন। টুপি পরিধান করার ঐতিহ্য স্বয়ং ইসলাম ধর্মের মতোই প্রাচীন। এটি ইসলামী আদি সভ্যতার একটি প্রধান অনুষঙ্গ। পৃথিবী জুড়ে পরিধেয় টুপির ধরনে বৈচিত্র্য থাকলেও প্রাচীনকাল থেকে মুসলমানদের মধ্যে টুপি পরিধান করার চর্চা অতি ব্যাপক। সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর বরাতে ইমাম বুখারি রহ. উল্লেখ করেছেন, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলমানগণ পাঞ্জাবি (কামিজ), পায়জামা, টুপি পরিধান করতে আদিষ্ট হয়েছেন। বুখারি: পৃষ্ঠা নং ৮৬২, ভলিউম ২।

আদনান: টুপি পরা সহজ কথায় বলতে গেলে নবীজী (সঃ) এর সুন্নাহ।

আবরার: জি, শুধু তাই নয়, টুপি পরার একটি উপকারিতা হলো সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা পাওয়া। এছাড়াও শিশির বা বৃষ্টির পানিও সরাসরি মাথায় পরবে না টুপির কারণে এতে ঠান্ডা লাগা থেকে সহজেই বাঁচা সম্ভব।

আদনান: আমার মনে হয় এসবকিছুর পাশাপাশি টুপি ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের সৌন্দর্যের বর্ধন ঘটায় এবং পুরুষালি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

আবরার: অবশ্যই। এবার দাঁড়ির কথায় আসা যাক। দাঁড়ির উপকারিতা হল, যারা দাঁড়ি রাখে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। যেমন: ফুসফুসে ইনফেকশন, গলায় ঘা ইত্যাদি। কারণ দাঁড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। সুতরাং যে দাঁড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ বার নামাজ পড়তে গিয়ে ৫ বার ওযু করে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। এছাড়াও দাঁড়ি রাখলে মুখের চামড়ায় ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। দাঁড়ি পুরুষের ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক মশচারাইজার হিসেবে কাজ করে। যারা নিয়মিত দাঁড়ি কামান, ঋতু পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাবে তাদের ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। যারা দাঁড়ি রাখেন তাদের ত্বকে বয়সের ছাপ ধীরে পড়ে। ব্রণের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অ্যালার্জি থেকে দূরে রাখে পুরুষদের মধ্যে যাদের ধুলো ময়লা এবং রোদে অ্যালার্জি রয়েছে তাদের জন্য দাঁড়ি রাখা অনেক উপকারী।

আদনান: দাঁড়ির এত এত ইহজাগতিক উপকারিতার কারণে অনেক মুসলিমদের দেখা যায় দাঁড়ি রাখতে। সেখানে আমরা মুসলিম হয়ে এই সুন্নাহকে কত সহজ এড়িয়ে যাই। আমরা খেয়ালই করিনা যে, এটা এমন এক সুন্নাহ যেটাকে খুব সহজেই কবরে নিয়ে যাওয়া যায়।

আবরার: জি, সেটাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।

মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা

কথোপকথন ১: মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজমের সাথে একজন মুসলিমের কি সম্পর্ক।

নাফিস: মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজম কি? একজন মুসলিম কি মৌলবাদী?

নাবিল: কোন একটা বিষয়ের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করাই হলো মৌলবাদ। কেউ একজন ভালো ডাক্তার হতে চাইলে তাকে অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করেই ডাক্তার হতে হবে। ঠিক তেমনি একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে। কারণ কুরআন এবং হাদিসের যে বিধান অপরিবর্তনীয় সেটিই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। মুসলমানদের দলগত শক্তিকে অজেয় করে তোলার দুইটি প্রধান মূলনীতি হলো- আল্লাহকে ভয় করা এবং পারস্পরিক ঐক্য। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের পরস্পরিক ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন এবং ঐক্যের সুফল ও আগের ইতিহাস স্মরণ করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যে নির্দেশনা মুসলিম জাতির শক্তির ভিত্তি মজবুত হয়।

নাফিস: এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে কিছু আছে কি?

নাবিল: অবশ্যই আছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন-

তোমরা সবাই আল্লাহর রশি (দ্বীন ইসলাম বা কুরআন)কে শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা

পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, এরপর তিনি (আল্লাহ) তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।’ (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১০৩)।

নাফিস: মূলত মুসলিম উম্মাহর শক্তির ভিত্তি হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহর দিকনির্দেশনা। যেখানে আছে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ। পরস্পর ঐক্যের নির্দেশ। আবার বিছিন্ন না হওয়ার নিষেধাজ্ঞা। এসব নির্দেশনা এবং নিষেধাজ্ঞা মেনে নেওয়াই ফান্ডামেন্টালিজমের অন্যতম উদাহরণ।

কথোপকথন ২- ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক

নাবিল: ইসলাম কি সন্ত্রাসের পক্ষে নাকি বিপক্ষে?

নাফিস : ইসলাম সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে। ইসলাম শব্দটি এসেছে সালাম অর্থাৎ শান্তি থেকে। ইসলাম মানে হল আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া। ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটি মুসলিম মাত্রেরই মনের কথা এবং অতি সত্য ও বাস্তব কথা। তবে একথা বলা হয়েছে যে একজন যদি কেউ মুসলিমের জান-মালের উপর অত্যাচার করে তাহলে প্রতিরোধ করতে হবে। অত্যাচারের শেষ উপায় হিসেবে, প্রতিরোধ হিসেবে লড়াই করার কথা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। সামষ্টিক জীবনের শান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক অধিকার রক্ষা এবং একের অস্তিত্ব অন্যের জন্য অশান্তির কারণ না হওয়ার উপর। তাই ব্যক্তির পরিশুদ্ধি তথা মানবীয় সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, উন্নত গুণাবলির উৎকর্ষ, মন্দ প্রবণতাসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পরস্পরের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং উত্তম পরিশীলিত আচরণ-উচ্চারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। আখলাক ও তায়কিয়া ইসলামী শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা

আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদের পথ দেখান সরল পথ।" -সূরা মাইদা (৫) : ১৫-১৬

কথোপকথন ৩

উমার: ইসলাম ধর্মে কি নতুন করে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব?

আমির: আল্লাহর আসমানী কিতাব আল কোরআন এবং সহীহ হাদিসে কোন ধরনের পরিবর্তনের কোন সুযোগ ইসলাম ধর্মে নেই। কিন্তু ইসলামিক শরীয়ার কোন সমস্যার সমাধান যদি সুস্পষ্ট ভাবে কোরআনে অথবা সহীহ হাদিসে না পাওয়া যায় তবে সিদ্ধান্ত হয় ইজমার মাধ্যমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে। নির্দিষ্ট ওই বিষয়ে ইসলামিক স্কলার এবং বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন যা কোরআন এবং সহীহ হাদিসের আলোকে হয়ে থাকে।

কথোপকথন ৪

উমার: ইসলাম কি মানুষকে বাক স্বাধীনতা দেয়?

আমির: ইসলাম ধর্ম মানব জাতির সকল ধরনের অধিকারের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়। ইসলাম ধর্মের আলোকে আল্লাহ তাআলা মানুষকে চিন্তার এবং বাক স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু তা অবশ্যই হতে হবে প্রমাণের ভিত্তিতে। মুসলিমরা যখন কোরআনের আল্লাহর বাণী গুলোকে মানুষের তৈরী বলে অপমানের চেষ্টা করছিল তখন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কোরআনে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের প্রমাণ পেশ কর যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। " সূরা বাকারা -১১১

উমার: একারণেই যারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অস্বীকার করতে চায় তারা মিথ্যার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথায় পাবে?

আমির: ইসলামে নতুন করে সংযোজন এবং বিয়োজনের কোনো সুযোগ কোনোভাবেই নেই। কারন দ্বীন ইসলাম সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ জীবনবিধান আমাদের জন্য।

মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য

কথোপকথন ১- মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য

যাইনাব: মুসলিম উম্মাহর ঐক্য হীনতার কারণ কি? বলতে পারেন?

সামিয়া: মুসলিম উম্মাহর ঐক্যহীনতার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এই ঐক্যহীনতার প্রধানতম কারণ হলো মুসলমানদের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায় রয়েছে। একাধিক সম্প্রদায় থাকার কারণে ভিন্ন ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। যাকে মাযহাব মাসলাক অথবা মুসল্লাক নামে অভিহিত করা যায়। এ সকল কারণেই মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য হীনতা লক্ষ্য করা যায়।

কথোপকথন ২- মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য সম্পর্কিত

খাদিজা: ইসলামে পরস্পরের ঐক্যের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

সাফিয়া: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেছেন, (সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১০৩)

" তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। " মহান আল্লাহ তায়ালা রজ্জু হলো মহা গ্রন্থ আল কোরআন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, (সূরা নূর, আয়াত ৫৪)

" আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মেনে চলো। " অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের কথা গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহানা হুওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন,

" যারা দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়। "

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে ঐক্য বিনষ্টকারীর ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

খাদিজা: তাহলে ইসলামের নামে সমাজে যেসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথাবার্তা।

উপসংহার

ভূপৃষ্ঠে মানুষের অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই তারা প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছে, সৃষ্টি পরিকল্পনায় নিজেদের মর্যাদা এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সত্য ধারাবাহিকতায় শত শত বছরব্যাপী বিভিন্ন সভ্যতার মধ্য দিয়ে সুসংবদ্ধ ধর্ম মানবজীবনকে সুসংগঠিত এবং ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছে। কিছু ধর্ম তো লিখিত পুস্তক আকারে আছে এবং অনুরাগীরা সে গুলোকে ঐশী প্রত্যাদেশ হিসেবে দাবী করে। আর কিছু ধর্ম আছে যেগুলো কেবল মাত্র মানবিক অভিজ্ঞতার ফসল। কুরআন যেহেতু সকল যুগের জন্য, তাই তা সকল যুগের জন্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সকল সংস্কৃতিতে, সাহিত্য ও কবিতা মানুষের ভাব প্রকাশ ও সৃজনশীলতার হাতিয়ার। সাহিত্য ও কবিতা বিশ্বে এক সময় গর্বের মর্যাদা লাভ করেছিল যা বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লাভ করেছে। এমনকি অমুসলিম পন্ডিতেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, কুরআন হল সর্বোৎকৃষ্ট আরবী সাহিত্য। ভূপৃষ্ঠে এর চাইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য দ্বিতীয়টি নেই। উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এটাই ছিলো

যে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা যেগুলো কুরআন এবং সুন্নাহভিত্তিক সেই সাথে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন উপকারিতা এবং গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে।

রেফারেন্স

১. পোশাকের নিয়মাবলী
২. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা
৩. মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111555186/>